৭৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 0.5 JAN. 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ... ২ ...

# পরীক্ষায় দুর্নীতি ঃ ৪৩ অধ্যক্ষ বরখাস্ত ৩২২টি কলেজে সরকারি অনুদান বন্ধ

## ❑ কুমিল্লা বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ কার্যকর হয়নি

।। রাশেদ আহমেদ ।।

চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন ঘাপলা ও পরীক্ষায় দুর্নীতির যেকোন ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানিয়েছেন।

সূত্র জানান, গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন দুর্নীতির অপরাধে রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের অধীন সরকারি ৪৩টি কলেজের অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করার সুপারিশ ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। স্ব স্ব অধ্যক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে। একই অপরাধে দায়ী বেসরকারি ৩২২টি কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ করার প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষা অধিদপ্তর এই কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের বরখাস্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডিকে সুপারিশ করলেও অনেক কলেজ তা কার্যকর করেনি।

রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের যে ২২ জন কর্মকর্তা–কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে বলা হয়েছিল তার মধ্যে শুধু রাজশাহী বোর্ডের ১১ জন বরখাস্ত হয়েছেন। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে। কিছুদিন আগে কুমিল্লা বোর্ডের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা এক বৈঠক করে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ না মানার সিদ্ধান্ত নেন। এবং বোর্ড থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক চিঠি দিয়ে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। মন্ত্রণালয় এ অপরাধের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থীদের স্থগিত ফলাফল প্রকাশের যে নির্দেশ দিয়েছে তাও তারা কার্যকর করেনি। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে পরীক্ষার্থীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের উপর বোর্ডের এ ধরনের খবরদারিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। গত মাসে দ্বিতীয় দফা চিঠি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবিলম্বে তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানান, গত সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বোর্ডের কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয়া হয়, এ বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোন ধরনের জালিয়াতি হলে বোর্ডের কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বিরুদ্ধে গত বছরের মতো কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ছাপার কাজে কড়া গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলা হয়।

গত বছর এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে রাজশাহী ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে চরম অনিয়ম ও ঘাপলা হয়। দুই বোর্ডের অধীন সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৩৬৫টি কলেজ এই অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে যুক্ত। এই কলেজগুলোতে প্রায় ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রী অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশন ও কলেজ পরিবর্তন করে পরীক্ষা দেয়। অর্থের বিনিময়ে কলেজগুলো এবং বোর্ডের অসৎ কর্মচারীরা এ কাজ করে। পরবর্তীকালে দুই বোর্ডের দুর্নীতি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি এ তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। এই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আতোয়ার রহমান।

তদন্ত রিপোর্টে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৬টি সরকারি কলেজ ও ২৬০টি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে এবং ১১ জন বোর্ড কর্মকর্তা–কর্মচারীকে বিভিন্ন অভিযোগে বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের তদন্ত রিপোর্টে ২৭টি সরকারি কলেজ ও ৬২টি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষা বোর্ডের ১১ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়।

এই সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের বরখাস্ত করার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করে এবং বেসরকারি ৩২২টি কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। সেই সাথে এই কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের বরখাস্তের ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কলেজের গভর্নিং বডিকে পরামর্শ দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ড বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না এবং স্বায়ত্তশাসন থাকার কারণে মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পর শিক্ষা অধিদপ্তর কয়েকদিন আগে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বরখাস্ত কার্যকর করেছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড দায়ী কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বরখাস্ত করেছে। কিন্তু কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মানেনি।